(Problems of Implementation of Universal Elementary Education)

1. **অর্থাভাব (Want of money):** সর্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তনের সবচেয়ে বড়ো অন্তরায় হল সরকারি অর্থের অভাব। 1982 খ্রিস্টাব্দে শিক্ষার জন্য যে ব্যয় হয়েছিল তা জাতীয় আয়ের শতকরা 2.8 ভাগ। UNESCO-র প্রতিবেদনে দেখা যায় বেলজিয়াম, চিলি, ঘানা, মরক্কো, স্পেন প্রভৃতি ছোটো ছোটো দেশেও শিক্ষার জন্য জাতীয় বাজেটের 17 থেকে 20 শতাংশ ব্যয় হয়। ভারতে কোঠারি কমিশন (1964-66) জাতীয় আয়ের 6 শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করার পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু আজও এই ব্যয়ের পরিমাণ মাত্র 3 শতাংশ। তাও আবার মোট ব্যয়ের 30%-এর বেশি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ হয়নি।
2. **জনসংখ্যার বিস্ফোরণ (Population explosion):** মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি সর্বজনীন শিক্ষার পথে একটি প্রধান বাধা। বর্তমান ভারতের জনসংখ্যা 124 কোটি। ভারতের কাম্য জনসংখ্যা 40 কোটি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যাও বিপুল পরিমাণে বাড়ছে।
3. **জনসংখ্যার বিপুল অংশের দারিদ্র্য (Poverty of a large section of population):** ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা চিরকালই ধনবানদের করায়ত্ত ছিল। ব্রিটিশ ভারতেও শিক্ষা সমাজের মুষ্টিমেয় বিত্তবান ও ক্ষমতাশালীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর জনসংখ্যার বিশাল অংশ চরম দারিদ্র্যে থাকার দরুন প্রারম্ভিক শিক্ষালাভের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি। স্বাধীন ভারতে সকলের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হলেও তা শিক্ষাগত সমতা বিধানের জন্য যথেষ্ট ছিল না।

তা ছাড়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অশিক্ষিত ও দরিদ্র অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উদাসীন। অন্নবস্ত্রের অভাব মেটাতে অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাবার চেয়ে শিশুশ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করতে বেশি উৎসাহিত হন। সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রবর্তন করতে হলে শিশু শ্রমিক নিয়োগ অবশ্যই বন্ধ করতে হবে—কথায় নয়, কাজেও।

Scanned with CamScanner

4. **নারীশিক্ষার পথে বাধা (Barriers towards women's education):** আমাদের দেশে এখনও প্রাচীন প্রথা ও অন্ধকুসংস্কার ন্যূনতম নারীশিক্ষার পথে বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই মেয়েদের সামর্থ্য, আগ্রহ, রুচি, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার মূল্য না দিয়ে শুধুমাত্র বিয়ের উপযোগী করে বড়ো করে তোলা হয়। গ্রামাঞ্চলে ও অনুন্নত জাতি-উপজাতিদের মধ্যে এই প্রবণতা অধিক মাত্রায় দেখা যায়। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আইন থাকলেও বহুক্ষেত্রে, বিশেষত অনুন্নত ও দরিদ্র জাতি-উপজাতিদের মধ্যে এই আইনের প্রভাব লক্ষণীয় নয়।

তা ছাড়া রক্ষণশীল হিন্দু ও মুসলমান পরিবারের ক্ষেত্রে 'বাল্যবিবাহ' ও 'পর্দাপ্রথার' মতো সামাজিক ব্যাধি নারীশিক্ষার ন্যূনতম প্রসারে বিরাট বিঘ্নস্বরূপ। বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে আইন থাকলেও বহুক্ষেত্রেই তা মানা হয় না।

5. **সরকারি উদাসীনতা (Indifference of Government):** ব্রিটিশ ভারতে গণশিক্ষা বিস্তারের জন্য কোম্পানির কোনো পরিকল্পনা ছিল না, সদিচ্ছা তো ছিলই না। সরকার পক্ষ শিক্ষাক্ষেত্রে 'চুঁইয়ে পড়া নীতি' (Downward filtration theory) গ্রহণ করায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রথম থেকেই অবহেলিত হয়েছে। একদিকে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি নিদারুণ অবহেলা, অপরদিকে বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণের নীতি সরকার গ্রহণ না করায় প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার দারুণভাবে ব্যাহত হয়।

স্বাধীন ভারতে সরকারি শিক্ষাবিভাগ প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রসারে এমন কোনো সদিচ্ছা দেখায়নি যা থেকে মনে করা যেতে পারে, সরকার দেশ থেকে অনতিবিলম্বে নিরক্ষরতা দূর করতে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ।

রাজ্যস্তরে বাধ্যতামূলক প্রারম্ভিক শিক্ষা আইন পাস হলেও এই আইন প্রয়োগের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেনি। প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য কোনো ব্যাপক পরিকল্পনা সরকার থেকে গৃহীত হয়নি। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার যেটুকু উন্নতি ঘটেছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য।

6. **বিদ্যালয়ের দূরত্ব (Distance of School):** প্রারম্ভিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও 1 কিমির মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা যথেষ্ট নয়, বিশেষত গ্রামে। এটি মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বড়ো বাধা।

7. **বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত সুযোগের অভাব (Want of infrastructural facilities):** সর্বভারতীয় শিক্ষা সমীক্ষায় বলা হয়েছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়লেও স্কুল-গৃহ ও আসবাবপত্রের অভাব সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার পথে অন্যতম অন্তরায়। এদেশের প্রাথমিক শিক্ষার মতো বিদ্যালয় ভবনটিও অবহেলিত। অধিকাংশ বিদ্যালয়গৃহের মাথার উপর ছাউনি নেই, পরিবেষ্টিত আচ্ছাদনের ব্যবস্থাও নেই। টেবিল-বেঞ্চের মতো ব্যয়বহুল আসবাবপত্র শুধু শহরের স্কুলে দেখা যায়। তা ছাড়া বেশিরভাগ স্কুলেই পানীয় জলের ও শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই। অল্পসংখ্যক স্কুলেই মেয়েদের পৃথক শৌচালয়ের ব্যবস্থা আছে।

Scanned with CamScanner

8. **শিক্ষকের অভাব (Want of Teachers):** সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষা-বিস্তারের অন্যতম প্রধান বাধা শিক্ষক-সমস্যা। প্রথমত, উপযুক্ত সংখ্যক সুযোগ্য শিক্ষক জোগাড় করা বেশ কঠিন। দ্বিতীয়ত, শিক্ষকদের আর্থিক দুরবস্থা।

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অভাব সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রে বিরাট বাধা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাধারণ শিক্ষার মান বেশ নীচু। তারপর যদি শিক্ষকতা সম্বন্ধে কোনো প্রশিক্ষণ না থাকে, তবে প্রাথমিক শিক্ষার মান নেমে যেতে বাধ্য। তা ছাড়া, শতকরা 40টি প্রাথমিক বিদ্যালয় একজন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত। সেক্ষেত্রে শিক্ষা একটি প্রহসন ছাড়া আর কি?

9. **অভিভাবকদের নিরক্ষরতা (Illiteracy of Guardians):** বিপুল সংখ্যক পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের নিরক্ষরতা বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে সর্বজনীন শিক্ষার বিস্তারে বিরাট অন্তরায়। অধিকাংশ নিরক্ষর মা-বাবার তীব্র অনাগ্রহ দেখা যায় তাঁদের কন্যাসন্তানদের শিক্ষা গ্রহণে। NCERT-র এক সমীক্ষায় দেখা যায় গ্রামীণ অনগ্রসরতার কারণেই বালিকারা স্কুল ত্যাগ করে এবং বিদ্যালয়ে ভরতি হয় না। অথচ যেখানেই নারীশিক্ষার অগ্রগতি ঘটেছে সেখানেই বালিকাদের স্কুলে ভরতি হওয়ার আগ্রহ দেখা গেছে। এর কারণ হল প্রত্যেক শিক্ষিত জননী চান তাঁর কন্যা শিক্ষিত হয়ে উঠুক।

10. **পুথিঘেষা পাঠক্রম (Bookish Curriculum):** বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন পাঠক্রম শিশুদের আকর্ষণ করে না।

বর্তমান পাঠক্রমকে জীবনমুখী ও কর্মকেন্দ্রিক করে তুলতে পারলে নীরস বিদ্যার্চ্চার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে ছেলেমেয়েরা শিক্ষাগ্রহণে অধিকতর আগ্রহশীল হবে।

11. **অন্যান্য কারণ (Other causes):** কতকগুলি আর্থসামাজিক কারণও সর্বজনীন শিক্ষার অগ্রগতিতে প্রতিকূলতার সৃষ্টি করেছে।

- চরম দারিদ্র্য ও নিদারুণ বেকারত্বের ফলে বিদ্যালয়মুখী কম বয়সের ছেলেমেয়েরা অর্থের জন্য কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। ভারতবর্ষে প্রায় 40 মিলিয়ন শিশুশ্রমিক কল-কারখানায়, খনিতে গৃহনির্মাণ শিল্পে এবং কৃষিকাজে নিযুক্ত। যাদের মধ্যে অধিকাংশই বিদ্যালয়মুখী শিশু।
- আমাদের দেশের ভাষাগত বৈচিত্র্যও সর্বজনীন শিক্ষার পথে অন্তরায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতের তপশিলি জাতি, উপজাতি ও পশ্চাৎপদশ্রেণির শিশুদের মধ্যে শিক্ষার অনগ্রসরতার কারণ হল তাদের নিজের ভাষায় শিক্ষা অর্জনে অসুবিধা, তাদের জীবন পরিবেশের উপযোগী পাঠক্রমের অভাব, তপশিলি জাতি, উপজাতি শিক্ষকের অভাব।
- এ ছাড়া রয়েছে বিদ্যালয়-স্থাপনে সুপরিকল্পনার অভাব। স্কুল প্রতিষ্ঠায় সবক্ষেত্রে স্থানীয় প্রয়োজন বিচার করা হয়নি। এখনও বিভিন্ন অঞ্চলে স্কুলের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে স্কুলের অভাব মেটানো হয়নি।

Scanned with CamScanner

উপরোক্ত নানাবিধ কারণে শিক্ষাকে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করা সম্ভব হয়নি। ভারতে বিগত ছয় দশকে শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটলেও, এখনও এমন এলাকা আছে যেখানে কোনো বিদ্যালয় নেই। সেসব এলাকায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা অতি জরুরি। প্রতিটি শিশুর জন্য অবৈতনিক সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রারম্ভিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা অতি আবশ্যক। কেবলমাত্র সামাজিক ন্যায় ও গণতন্ত্র বিকাশের স্বার্থেই এটি প্রয়োজন তা নয়, কর্মীদের দক্ষতা বাড়াতে ও জাতীয় উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করতেও প্রারম্ভিক শিক্ষার মূল্য অপরিসীম।

Scanned with CamScanner